ইত্তেফাক

তারিখ 13.1.1978
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

016

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাস্তা পারাপারে সাহায্য করুন

গত ৫ই ডিসেম্বর পীরজঙ্গী শাহ মাজারের নিকট মতিঝিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ কাইউম রাস্তা অতিক্রম করিতে গিয়া মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারাইয়াছে। উল্লেখ্য যে, শাহজাহানপুর মোড় হইতে পীরজঙ্গীশাহ মাজার পর্যন্ত এলাকায় মতিঝিল বালক ও বালিকা (উচ্চ) বিদ্যালয়, সরকারী প্রাথমিক ও পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আদর্শ বিদ্যালয় অবস্থিত। অত্র এলাকার ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের শত শত ছাত্র ছাত্রী এই সমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। অপরদিকে রাজারবাগ হইতে শুরু করিয়া কমলাপুর ষ্টেশন পর্যন্ত রাস্তাটি সর্বক্ষণ ট্রাক ও যানবাহন চলাচলে ব্যস্ত থাকে। এমতাবস্থায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেশ প্রশস্ত এই রাস্তাটি অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পৌঁছাইতে প্রায়শঃই বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। ফলে যে কোন সময় অনুরূপ দুর্ঘটনা আরও ঘটিতে পারে।

অতএব, উপরোল্লিখিত বিদ্যালয়গুলির সম্মুখে অবিলম্বে ৩।৪ জন সার্বক্ষণিক ট্র্যাফিক পুলিশ নিয়োজিত করিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের রাস্তা অতিক্রমের নিরাপদ ব্যবস্থা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

—শ্রীসনত কুমার সাহা
ও এ,টি,এম, সফিউল্লা, রেলওয়ে কলোনী, শাহজাহানপুর, ঢাকা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

সম্প্রতি বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক টাংগাইলেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে' শীর্ষক ঘোষণার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্বেও একবার শোনা গিয়াছিল যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি যশোহরে স্থাপিত হইবে। এ প্রসঙ্গে আমরা, সিলেটবাসীরা দীর্ঘদিন যাবৎ সিলেটে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জানাইয়া আসিতেছিলাম। আমাদের এই দাবী বৃটিশ শাসনামল হইতেই ছিল। বৃটিশ সরকার এবং পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান সরকারও আমাদের দাবীর যৌক্তিকতা ও বিশেষতঃ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আওলিয়া, কামেল ফকির ও পীর হজরত শাহজালাল (রঃ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে স্বীকার করেন। কিন্তু সমস্যার অতলে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ধামাচাপা পড়িয়া যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে একটি নূতন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালের ২৫শে অক্টোবর লণ্ডন প্রবাসী সিলেটবাসীরা তদানীন্তন শিক্ষা উপদেষ্টা সৈয়দ আলী আহসান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি এই প্রতিনিধিদলকে সিলেটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস প্রদান করেন। পক্ষান্তরে, এই প্রতিনিধিদল সিলেটে জমির বন্দোবস্ত, প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় (ওয়েজ আর্ণার স্কীম অনুযায়ী) নির্বাহের প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিলাম যে, আমাদের এই দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রতি কোন কর্ণপাত তো করা হয় নাই, উপরন্তু আমাদের দাবী উপেক্ষা করিয়া টাঙ্গাইলে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের ঘোষণা আমাদের বিস্মিত ও মর্মাহত করিয়াছে। তখনি আমাদের বক্তব্য ছিল যে, টাংগাইলে ইতিমধ্যেই একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। সেহেতু উহাকে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হোক এবং ইতিপূর্বে ঘোষিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি সিলেটে স্থাপিত হোক।

আমরা আশা করি, মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিবেন।

লণ্ডন প্রবাসী সিলেটবাসীদের পক্ষে—মোঃ হাফিজুর রহমান, ৩৩, মীরপুর রোড, ঢাকা-৫।